কারবারের নিরাপত্তা ★ পেশার মর্যাদা ★ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন

MIDNAPORE DISTRICT COASTAL FISH VENDORS' UNION

Trade Union Regd. No.- 23219, (03.09.1999)

Affiliated National Fish Workers Forum (NFF)

মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়ন

দাদনপাত্রবাড় ঃ রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর — ৭২১৪৫৫

ইউনিয়ন কার্যালয় ঃ মাউন্টেন ক্লাবের বিপরীতে, কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যাণ্ড (মো ঃ ৯৮০০৭৭৭৪৫৮)

তাং ০৯/০৩/২০১৬

মাননীয়
শ্রী রামকৃষ্ণ সর্দার
সহ মৎস্য অধিকর্তা(সামুদ্রিক)
মীনভবন
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়নের স্মারকলিপি

মহাশয়,

পূর্ব- মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১০, ০০০ মৎস্যভেন্ডর আছেন। মৎস্যকর্মীদের মধ্যে ভেণ্ডররা সংখ্যায় ও কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও নিতান্ত অবহেলিত একটি শ্রেণী। মৎস্যকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি, আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা, পেশার পরিকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যভেণ্ডরদের প্রাপ্তি প্রায় শূণ্য। আমরা ২০১০ সাল থেকে আজ অবধি বারংবার স্মারকলিপি ও দাবিপত্র পেশ, মৎস্যভেণ্ডরদের তাৎক্ষণিক সমস্যা ও তার সমাধানে সহায়তা চেয়ে লিখিত ও মৌখিক আবেদন জানিয়ে আসছি। মৎস্যভেন্ডরদের দুর্বিসহ জীবনযাপন আপনি ইউনিয়ন নেতৃত্বের সাথে যৌথ পরিদর্শণে গিয়ে নিজেও দেখেছেন। কিন্তু হত দরিদ্র মৎস্যভেণ্ডরদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। দু একটি ক্ষেত্র বাদ দিলে আমরা সরকারের তরফে হতাশাজনক অবহেলা ছাড়া কিছুই পাইনি। এই প্রাচীন এবং সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পেশাটি আজ বিপন্ন। তাই আমরা নিম্নলিখিত দাবিগুলি আপনার কাছে রাখছি। ইতিপূর্বে আপনার দপ্তরে পেশ করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবেদনপত্রের অনুলিপি আপনার জ্ঞাতার্থে এই স্মারকলিপির সাথে সংযোজিত হল।

দাবি- ১। অবিলম্বে জাতীয় মৎস্যভেণ্ডর নীতি প্রনয়ণ করতে হবে।

মৎস্য বিক্রয় – মৎস্যকর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মৎস্য শিকারি ও মৎস্য উৎপাদনকারীদের পরবর্তী কাজটি করেন মৎস্যভেণ্ডররা। মৎস্যক্ষেত্রগুলি থেকে মাছ নিয়ে ভেণ্ডররা ক্রেতা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেন। দেশের মৎস্যক্ষেত্রের টিঁকে থাকায় এবং খাদ্য সুরক্ষায় মৎস্যভেন্ডরদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ভূমিকার জাতীয় স্বীকৃতি ও সারা দেশে মৎস্যভেন্ডরদের জীবন- জীবিকার সুব্যবস্থার জন্য স্বতন্ত্র জাতীয় নীতি- নির্দেশিকার প্রয়োজন।

RECEIVED
Not Verified
09/03/2016

দাবি- ২। জরুরী ভিত্তিতে উপকূলীয় মৎস্যভেণ্ডরদের পরিচয় পত্র দিতে হবে।

মৎস্যভেণ্ডররা গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যকর্মী। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মৎস্যভেণ্ডরদের মৎস্যজীবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল অনীহার মোকাবিলা করতে হত। পরবর্তীকালে বহু প্রতিবাদ ও উচ্চতর আধিকারিকদের সাথে আলোচনার ফলে মৎস্যভেণ্ডর হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও অন্য মৎস্যকর্মীদের তুলনায় মৎস্যভেণ্ডরদের সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়ার উদ্যোগ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বি.আই. কার্ডের জন্য ফর্ম জমা দিলেও তা হাতে পেতে ২/৩ বছর সময় লেগে যাচ্ছে। ফলতঃ সরকারি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভেণ্ডরদের সমস্যা হয়। এখন পরিচয়পত্রহীন সমস্ত ভেণ্ডরকে জরুরি ভিত্তিতে সরকারী পরিচয়পত্র দেওয়া আবশ্যক।

দাবি- ৩। মাছ বাজারগুলির আধুনিকীকরণ করতে হবে।

জেলার মাছ বাজারগুলির অধিকাংশ দূষিত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। বাজারগুলিতে কখনোই উপযুক্ত সাফাই ও জীবানুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাজারগুলি ক্রমশ আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়ে উঠছে। এই অবস্থা শুধু মৎস্যভেণ্ডরদের নয় ক্রেতা সাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং অবিলম্বে মাছ বাজারগুলির স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিকীকরণ করার প্রয়োজন। যেখানে প্রশস্ত রাস্তা, মাছ বিক্রির জন্য প্লাটফর্ম, মাথার উপর আচ্ছাদন, দূষিত জল নিকাশী নালা, নিয়মিত সাফাই ও জীবানুনাশক প্রয়োগ, পর্যাপ্ত জল, শৌচালয়, মাছের স্টোররুম ইত্যাদি থাকবে।

দাবি- ৪। প্রতিটি সান্ধ্য মাছের বাজার জরুরি ভিত্তিতে সৌরবাতির দ্বারা আলোকিত করতে হবে।

দরিদ্র মৎস্যভেণ্ডররা সন্ধ্যাকালীন মাছ বিক্রি করতে বসলে আলো পান না। তাঁরা কেরোসিনের কুপি জ্বেলে অত্যন্ত কষ্টে কারবার করেন। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ক্ষুদ্র মৎস্যভেণ্ডররা প্রায়ই লোকশানে পড়েন। ক্রেতাদেরও অসুবিধা হয়। এ পর্যন্ত ৪টি মাছ বাজারের জন্য ৭টি সৌর বাতি দিলেও তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং এখন অকেজো অবস্থায় রয়েছে। বহুবার আবেদন করা সত্ত্বেও এবিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অবিলম্বে প্রতিটি সান্ধ্য মাছের বাজার সৌরবাতির দ্বারা আলোকিত করতে হবে ও সৌরবাতিগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দাবি- ৫। জরুরি ভিত্তিতে মাছ বাজারগুলিতে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিপণনের আগে মাছের ময়লা ধৌত করার জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন। বেশ কিছু মাছের বাজারে জলের সংকট রয়েছে। মৎস্যভেণ্ডররা প্রায়ই খাল- নালার দূষিত জল ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এভাবে নানা রোগ জীবানু মাছ দ্বারা বাহিত হয়ে ক্রেতা সাধারণের রান্নাঘরে পৌঁছচ্ছে। তাই প্রতিটি মাছের বাজারে জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ জলের সুনিশ্চিতভাবে বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন।

দাবি- ৬। মাছ বাজারগুলিতে শৌচালয়, চুন- ব্লিচিং বরাদ্দ এবং সাফাইকর্মী নিযুক্ত করতে হবে।

যতক্ষণ না পর্যন্ত মাছ বাজারগুলি আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে প্রতিটি বাজারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচালয় নির্মাণ করতে হবে। শৌচালয় ও বাজার দূষণ মুক্ত রাখার জন্য চুন- ব্লিচিং- ফিনাইলের নিয়মিত বরাদ্দ করতে হবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্নকরণ ও সাফাইকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে মৎস্যভেণ্ডরদের সু- পরিষেবা দেওয়া তথা ক্রেতা সাধারণের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশের বন্দোবস্ত করতে হবে।

দাবি- ৭। মৎস্যভেণ্ডরদের জন্য সাইকেল, মোটর সাইকেল, ঠাণ্ডা বাক্স, আধুনিক ওজন যন্ত্র, ট্রে ইত্যাদি দিতে হবে।

দুঃস্থ মৎস্যভেণ্ডররা সমুদ্র উপকূল থেকে মাছ নিয়ে কাছে পিঠে এবং দূরের হাটে- বাজারে ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁদের যাতায়াতের জন্য সাইকেল- মোটর সাইকেল

প্রয়োজন। এছাড়া মাছ সংরক্ষণের জন্য চাই ঠাণ্ডা বাক্স। গত বছরে বরাদ্দ সাইকেল ও বাক্সের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগন্য। তাও বরাদ্দের পুরো প্রাপ্তি এখনো ঘটেনি। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে মাছ পরিবহণের জন্য সাইকেল, মাছ সংরক্ষণের জন্য ঠান্ডা বাক্স প্রধানতঃ মৎস্যভেণ্ডরদের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও এবং ইউনিয়নের তরফে গত পনেরো বছরের উপর এগুলোর দাবি জানিয়ে আসা সত্ত্বেও সরকার সরবরাহকৃত অতি অধিকাংশ সাইকেল ও ঠান্ডা বাক্স দেওয়া হয়েছে অ-মৎস্যভেণ্ডরদের। চাই খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষার জন্য সঠিক ওজন মাপক ইলেক্ট্রনিক ওজন যন্ত্র। চাই মাছ বিপণনের সুবিধার্থে সাজিয়ে রাখার জন্য আধুনিক ট্রে। ভেণ্ডরদের পক্ষে এগুলি ক্রয় করা কষ্টসাধ্য। তাই প্রকৃত মৎস্যভেণ্ডরদের এই জিনিসগুলি দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

দাবি- ৮। উপকূলীয় মৎস্যভেণ্ডরদের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।

যারা মাছ ধরেন তাঁরা যদি মাছ ধরা বন্ধ বা বে মরশুমের সময় সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের সুযোগ পেতে পারেন তাহলে সেই মাছ যাঁরা বিক্রি করেন সেই ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডররা কেন তা পাবেন না? সমস্ত মৎস্য ভেণ্ডরদের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে কোন বি. পি. এল. শর্ত আরোপ করা চলবে না।

দাবি- ৯। মৎস্যভেণ্ডরদের আর্থ সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে কো- অপারেটিভ সোসাইটি গঠনে সহায়তা করতে হবে।

ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের কোন সমবায় সমিতি নেই। অথচ ছোট- খাটো ঋণ, মাছ কেনা ও পরিবহন, মাছ সংরক্ষণের জন্য সরঞ্জাম কেনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তৈরী করার অনুমতি দিতে হবে। এই বিষয়ে সরকারী আধিকারিকদের সহায়তা ও উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।

দাবি- ১০। জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্যভাতা, বিধবা ও অনাথ মহিলা মৎস্যভেণ্ডরদের ভাতা প্রকল্প চালু করতে হবে।

মাছ বিক্রি করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ। খাদ্য সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যাঁরা করেন সেই মৎস্যভেণ্ডররা ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। অবিলম্বে মৎস্যভেন্ডরদের জন্য জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা চালু করতে হবে। বৃদ্ধ ও অশক্ত মৎস্যভেন্ডরদের জন্য অবসর ভাতা এবং বিধবা ও অনাথ মহিলা মৎস্যভেণ্ডরদের জন্য বিশেষ ভাতা চালু করতে হবে।

দাবি- ১১। মহিলা মৎস্য ভেণ্ডরদের স্বশক্তিকরণের প্রকল্প চালু করতে হবে।

মহিলা মৎস্যভেণ্ডররা নানা সামাজিক কারনে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন। ব্যবসার অর্থ সংগ্রহ, মাছ পরিবহণ ও সংরক্ষণ, বাজারে স্থান সংকুলান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়েই তারা পুরুষ মৎস্যভেণ্ডরদের তুলনায় বেশি অসুবিধা ও বৈষম্যের শিকার হন। প্রয়োজন মহিলা মৎস্যভেন্ডরদের স্বশক্তিকরণ প্রকল্প। মহিলা মৎস্যভেণ্ডরদের আর্থিক ও ব্যবসায়িক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মাছ ব্যবসা ও প্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও উৎসাহ প্রদান করার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করা দরকার।

দাবি- ১২। দরিদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের আপৎকালীন ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দরিদ্র মৎস্যভেণ্ডরদের কারবার ও বাসস্থান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে তাঁদের পণ্য সামগ্রী নষ্ট হয়, একটানা অনেক দিন কারবার করতে পারেন না। মাটির

ঘর- বাড়ি নষ্ট হয়ে তারা প্রায় গৃহহীন অবস্থায় অর্ধাহার- অনাহারে দিন কাটান। এই সময় চাই প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন। এর জন্য দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় সংস্থান থাকা প্রয়োজন।

দাবি- ১৩। মৎস্যভেণ্ডরদের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেনীর জন্য সরকারী আবাসন প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।

ক্ষুদ্র মৎস্যভেণ্ডররা আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল একটি শ্রেণী। এঁদের ঘরগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। এঁদের জন্য অবিলম্বে আবাসন ও আবাসস্থল নীতি গ্রহন করা উচিত। যাতে প্রতিটি মৎস্য ভেণ্ডরের দিনান্তে নিশ্চিত মাথা গোঁজার ঠাঁই টুকু জোটে। এর জন্য দপ্তরের তরফে প্রকৃত দুঃস্থ ও পাকা বাসস্থানহীন মৎস্যভেণ্ডরদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির জন্য সরকারের কাছে পাঠানো প্রয়োজন।

দাবি- ১৪। সমস্তরকম তোলাবাজ- চাঁদাবাজদের হাত থেকে মৎস্যভেণ্ডরদের সুরক্ষা দিতে হবে।

উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যভেণ্ডরদের দীঘা মোহনা, বিভিন্ন খটি ও উপকূলের খাল- বিল থেকে ধরা মাছ নিয়ে স্থানীয় হাটে- বাজারে বিক্রী করতে হয়। এরা কেউ সাইকেলে, কেউ মোটর সাইকেলে, কেউ বা যৌথভাবে ছোট মোটরগাড়িতে মাছ বহন করেন। ফি বছর নানা ধর্মীয় উৎসবে (বিশেষ করে ঈদ- মহরম, বিশ্বকর্মা- দুর্গা- কালী পূজা উপলক্ষে) মৎস্য ভেণ্ডরদের অমানবিক চাঁদার হয়রানির শিকার হতে হয়। কোথাও উদ্যোক্তারা ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে না পারলে অকথ্য গালিগালাজ, মাছের ঝুড়ি ধরে টেনে নামানো, দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রেখে মাছ নষ্ট করে দেওয়ার মত ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। গরীব মৎস্য ভেণ্ডরদের যাতে কোন প্রকার চাঁদার জুলুমের মধ্যে না পড়তে হয় তার জন্য দৃঢ় ও ঝটিতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মৎস্য দপ্তরের তরফে এ বিষয়ে জেলার পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক ও সংবেদনশীল করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার এবং অভিযোগ পাওয়ামাত্র ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

দাবি- ১৫। সমস্ত উপকূলীয় মৎস্যজীবীর স্বার্থে মৎস্যখটিগুলির ব্যবহৃত জমি ব্যবহারের স্বত্ত্ব মৎস্যখটির নির্বাচিত কমিটিকে দিতে হবে।

উপকূলের খটিগুলির সাথে মৎস্য ভেণ্ডরদের যোগাযোগ পরম্পরাগত। খটি মৎস্যজীবীরা ছোট ও সস্তা দামের মাছ ধরে খটিতে তোলেন আর ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডররা সেখানেই জড়ো হন সেই মাছ কিনবার জন্যে। একই জনগোষ্ঠীর দুই ধারার মৎস্য কর্মের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে ওঁদের পরস্পরের অটুট মেলবন্ধন রয়েছে। ওঁরা একে অপরের পরিপূরক।

জমি ব্যবহারের স্বত্ত্ব না থাকায় খটিগুলি আজ বিপন্ন অবস্থায় আছে। প্রায়ই খটির ব্যবহৃত জমি দখলের প্রচেষ্টা চলে। খটি বাঁচলে তবেই উপকূলীয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী তথা মৎস্যভেণ্ডর বাঁচবে। এই অবস্থায় আমাদের দাবি অবিলম্বে মৎস্যখটিগুলির ব্যবহৃত জমি ব্যবহারের স্বত্ত্ব মৎস্যখটির নির্বাচিত কমিটিকে দিতে হবে।

দাবি- ১৬। হরিপুরে পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্র তৈরীর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন।

হরিপুরে পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্র তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আবার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। হরিপুরে পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্র হলে পূর্ব- মেদিনীপুরের গোটা উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্রে তার কু- প্রভাব পড়বে। মৎস্যভেণ্ডর সহ সমস্ত মৎস্যজীবীদের জীবন- জীবিকা বিপন্ন হবে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি- দাবিগুলি পূরণের বিষয়ে আমরা আশায় বুক বেঁধে থাকি কিন্তু দাবি মোতাবেক প্রকল্পের রূপায়ণ ঘটলেও আমাদের প্রাপ্তি ঘটে না। দপ্তর থেকে মৎস্যভেণ্ডরদের জিনিসপত্র বণ্টন করা হয়- আমরা জানতে পারি না। আমাদের জানতে দেওয়া হয় না। সরকারি সহায়তা বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সরকারি নির্দেশিকা নেই। ফলে চলছে যথেচ্ছাচার।

রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত পছন্দের লোকদের মধ্যে জিনিসপত্র অকাতরে বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকৃত মৎস্য ভেণ্ডররা এবং মৎস্য ভেণ্ডরদের মধ্যে সব চেয়ে অভাবিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে সরকারি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে।

আমাদের এই সংগঠন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্য ভেণ্ডরদের একমাত্র সংগঠন। তা সত্ত্বেও মৎস্য দপ্তর থেকে মৎস্য বিষয়ক কোন আলোচনা চক্র, মৎস্যভেণ্ডর সাধারণের বিকাশমুখী আলোচনা, জিনিসপত্র বিতরণের জন্য আলোচনা ইত্যাদি কোনক্ষেত্রেই অংশগ্রহনের জন্য ইউনিয়নকে আহ্বান জানানো হয় না। সাধারণ মৎস্যভেণ্ডর, উপভোক্তা ও ইউনিয়নকে অন্ধকারে রেখেই সরকারী জিনিসপত্রের বিতরণ হয়ে যায়। আমরা এর প্রতিবাদ করি। আপনার কাছে আমাদের দাবি - মৎস্যভেণ্ডরদের জন্য সরকারী সহায়তার পক্ষপাতহীন সুষ্ঠু বিতরন সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিম্নলিখিত নীতি গ্রহন করুনঃ

মৎস্যভেণ্ডরদের জন্য চিহ্নিত প্রকল্প ও সুযোগ সুবিধা মৎস্যভেণ্ডর ও তাঁদের সংগঠনের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নির্ণয় ও বণ্টন করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে-

প্রদীপ চ্যাটার্জি
সভাপতি
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

অচিন্ত্য প্রামাণিক
সম্পাদক

সুজয় জানা
সহ সভাপতি
মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেণ্ডর ইউনিয়ন